বণিক বার্তা
12 OCT 2025

পরিশোধিত চিনি উৎপাদনে ব্রাজিল

ব্রাজিল বিশ্বের শীর্ষ চিনি উৎপাদনকারী দেশ। এটি দেশটির কৃষি অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রতি বছর উৎপাদনের পরিমাণ আবহাওয়া, আখের ফলন ও বৈশ্বিক বাজারদরের ওপর নির্ভর করে ওঠানামা করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দেশটি আধুনিক যন্ত্রপাতি ও টেকসই কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করায় উৎপাদন সক্ষমতা বেড়েছে। তবে গত বছর দেশটিতে উৎপাদনে হ্রাস দেখা গেছে। এ সময় দেশটিতে মোট পরিশোধিত চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৩০ লাখ টন। ব্রাজিল পরিশোধিত চিনি রফতানিতেও অন্যতম শীর্ষ দেশ। দেশটি থেকে চিনির বড় অংশ রফতানি হয় এশিয়া, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে

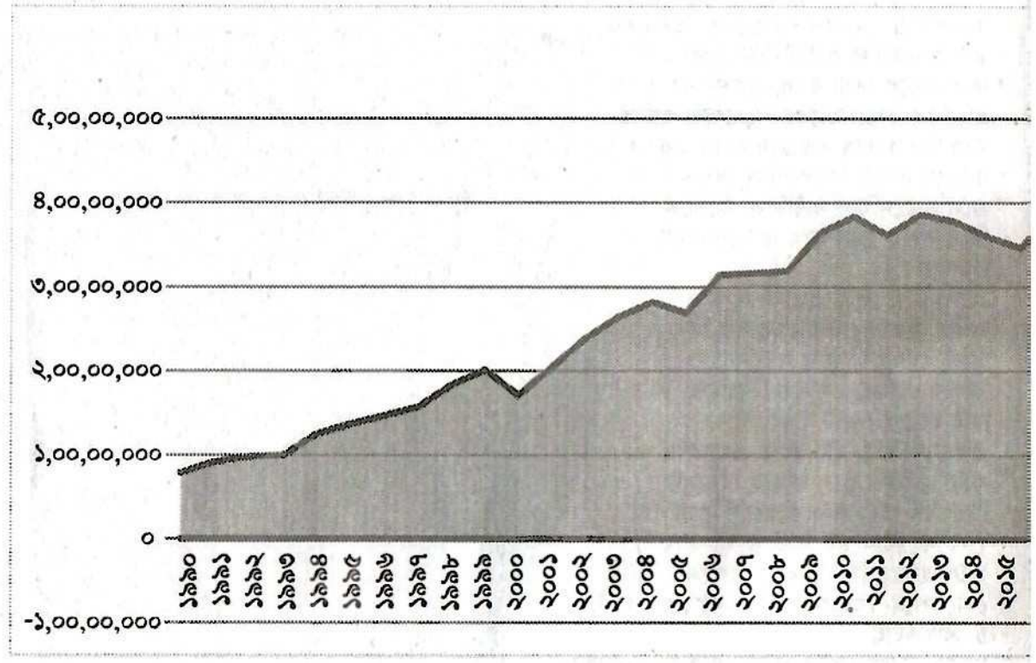

সাল	উৎপাদন (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯০	৭৯,০০,০০০	১.৩৭%
১৯৯১	৯২,০০,০০০	১৬.৪৬%
১৯৯২	৯৮,০০,০০০	৬.৫২%
১৯৯৩	৯৯,৩০,০০০	১.৩৩%
১৯৯৪	১,২৫,০০,০০০	২৫.৮৮%
১৯৯৫	১,৩৭,০০,০০০	৯.৬০%
১৯৯৬	১,৪৬,৫০,০০০	৬.৯৩%

সাল	উৎপাদন (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯৭	১,৫৭,০০,০০০	৭.১৭%
১৯৯৮	১,৮৩,০০,০০০	১৬.৫৬%
১৯৯৯	২,০১,০০,০০০	৯.৮৪%
২০০০	১,৭১,০০,০০০	-১৪.৯৩%
২০০১	২,০৪,০০,০০০	১৯.৩০%
২০০২	২,৩৮,১০,০০০	১৬.৭২%
২০০৩	২,৬৪,০০,০০০	১০.৮৮%

সাল	উৎপাদন (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০০৪	২,৮১,৭৫,০০০	৬.৭২%
২০০৫	২,৬৮,৫০,০০০	-৪.৭০%
২০০৬	৩,১৪,৫০,০০০	১৭.১৩%
২০০৭	৩,১৬,০০,০০০	০.৪৮%
২০০৮	৩,১৮,৫০,০০০	০.৭৯%
২০০৯	৩,৬৪,০০,০০০	১৪.২৯%
২০১০	৩,৮৩,৫০,০০০	৫.৩৬%

সাল	উৎপাদন (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০১১	৩,৬১,৫০,০০০	-৫.৭৪%
২০১২	৩,৮৬,০০,০০০	৬.৭৮%
২০১৩	৩,৭৮,০০,০০০	-২.০৭%
২০১৪	৩,৫৯,৫০,০০০	-৪.৮৯%
২০১৫	৩,৪৬,৫০,০০০	-৩.৬২%
২০১৬	৩,৯১,৫০,০০০	১২.৯৯%
২০১৭	৩,৮৮,৭০,০০০	-০.৭২%

সাল
২০১৮
২০১৯
২০২০
২০২১
২০২২
২০২৩
২০২৪

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা
12 OCT 2025

পরিশোধিত চিনি উৎপাদনে ব্রাজিল

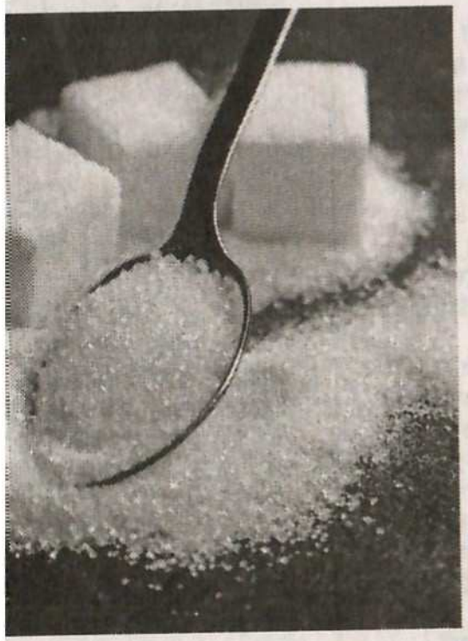

ব্রাজিল বিশ্বের শীর্ষ চিনি উৎপাদনকারী দেশ। এটি দেশটির কৃষি অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রতি বছর উৎপাদনের পরিমাণ আবহাওয়া, আখের ফলন ও বৈশ্বিক বাজারদরের ওপর নির্ভর করে ওঠানামা করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দেশটি আধুনিক যন্ত্রপাতি ও টেকসই কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করায় উৎপাদন সক্ষমতা বেড়েছে। তবে গত বছর দেশটিতে উৎপাদনে হ্রাস দেখা গেছে। এ সময় দেশটিতে মোট পরিশোধিত চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৩০ লাখ টন। ব্রাজিল পরিশোধিত চিনি রফতানিতেও অন্যতম শীর্ষ দেশ। দেশটি থেকে চিনির বড় অংশ রফতানি হয় এশিয়া, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে

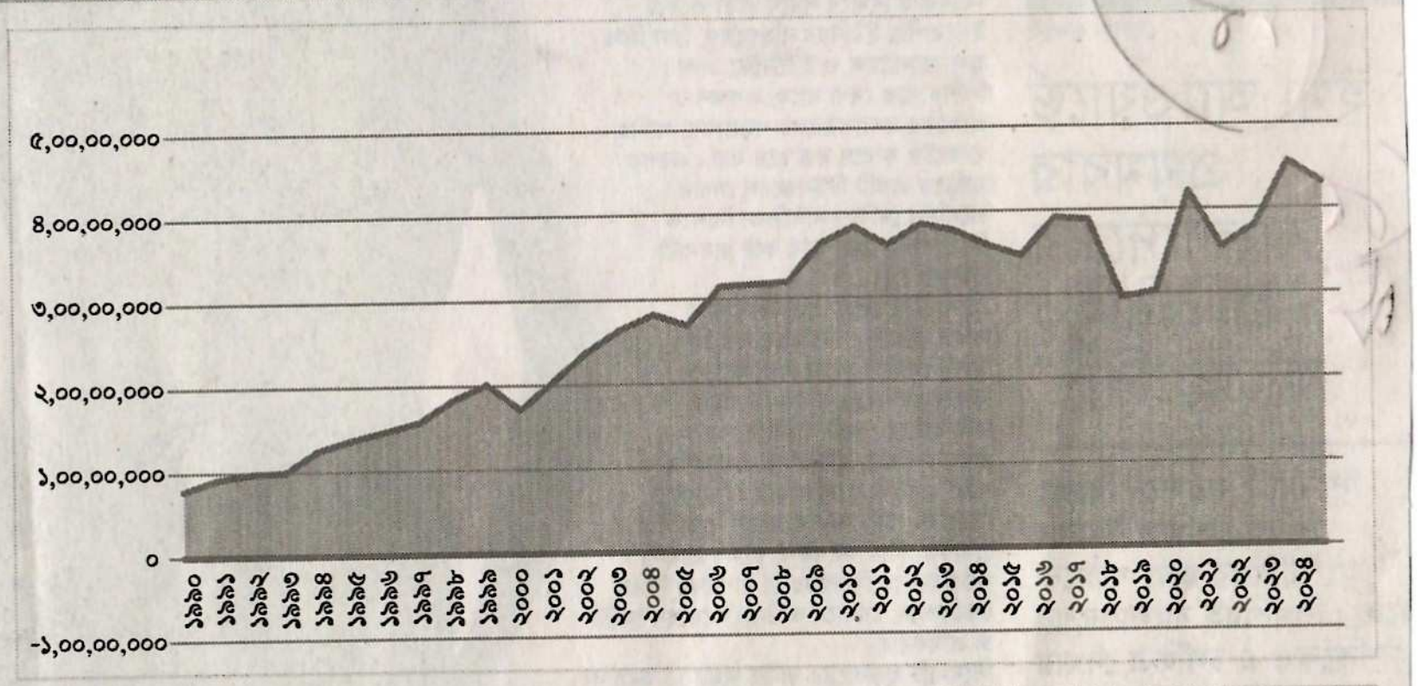

সাল	উৎপাদন (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
...০০০		১.৩৭%
...০০০		১৬.৪৬%
...০০০		৬.৫২%
...০০০		১.৩৩%
...,০০০		২৫.৮৮%
...,০০০		৯.৬০%
...,০০০		৬.৯৩%

সাল	উৎপাদন (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯৭	১,৫৭,০০,০০০	৭.১৭%
১৯৯৮	১,৮৩,০০,০০০	১৬.৫৬%
১৯৯৯	২,০১,০০,০০০	৯.৮৪%
২০০০	১,৭১,০০,০০০	-১৪.৯৩%
২০০১	২,০৪,০০,০০০	১৯.৩০%
২০০২	২,৩৮,১০,০০০	১৬.৭২%
২০০৩	২,৬৪,০০,০০০	১০.৮৮%

সাল	উৎপাদন (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০০৪	২,৮১,৭৫,০০০	৬.৭২%
২০০৫	২,৬৮,৫০,০০০	-৪.৭০%
২০০৬	৩,১৪,৫০,০০০	১৭.১৩%
২০০৭	৩,১৬,০০,০০০	০.৪৮%
২০০৮	৩,১৮,৫০,০০০	০.৭৯%
২০০৯	৩,৬৪,০০,০০০	১৪.২৯%
২০১০	৩,৮৩,৫০,০০০	৫.৩৬%

সাল	উৎপাদন (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০১১	৩,৬১,৫০,০০০	-৫.৭৪%
২০১২	৩,৮৬,০০,০০০	৬.৭৮%
২০১৩	৩,৭৮,০০,০০০	-২.০৭%
২০১৪	৩,৫৯,৫০,০০০	-৪.৮৯%
২০১৫	৩,৪৬,৫০,০০০	-৩.৬২%
২০১৬	৩,৯১,৫০,০০০	১২.৯৯%
২০১৭	৩,৮৮,৭০,০০০	-০.৭২%

সাল	উৎপাদন (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০১৮	২,৯৫,০০,০০০	-২৪.১১%
২০১৯	৩,০৩,০০,০০০	২.৭১%
২০২০	৪,২০,৫০,০০০	৩৮.৭৮%
২০২১	৩,৫৪,৫০,০০০	-১৫.৭০%
২০২২	৩,৮০,৫০,০০০	৭.৩৩%
২০২৩	৪,৫৫,৪৪,০০০	১৯.৭০%
২০২৪	৪,৩০,০০,০০০	-৫.৫৯%

সূত্র : ইনডেক্স মুন্ডি

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সমকাল

12 OCT 2025

রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে স্থানীয় ক্রয়ে ভ্যাট অব্যাহতি

সমকাল প্রতিবেদক

রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদনে স্থানীয় বাজার থেকে যেসব পণ্য ও সেবা কেনা হয়, সেগুলোর ওপর মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট অব্যাহতির সিদ্ধান্ত আছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআরের। তবে মাঠ পর্যায়ে এ সুবিধা নেওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা রয়েছে। ভ্যাট অব্যাহতি পেতে রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের হয়রানির মুখে পড়তে হয়। বাড়তি সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হয়। সহজে ভ্যাট অব্যাহতির বিষয়ে একটি স্পষ্টীকরণ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এনবিআরের পক্ষ থেকে।

গত বৃহস্পতিবার দেওয়া ব্যাখ্যায় বলা হয়, স্থানীয় ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের (এলসি) বিপরীতে পণ্য সরবরাহ হতে হবে। রপ্তানিকারকের বন্ডেড ওয়্যারহাউস বা স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস থাকতে হবে। রপ্তানির পণ্য উৎপাদনে শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানির অনুমতিপত্র থাকলে তা ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশনে (ইউডি) উল্লেখ থাকতে হবে। এ ছাড়া স্থানীয় পণ্য এবং সেবা লেনদেন করতে হবে বিদেশি মুদ্রায়। একটি পোশাক উৎপাদনের বিভিন্ন ধরনের অ্যাকসেসরিজের ব্যবহার থাকে। এ ছাড়া পরিবহনসহ কিছু সেবাও স্থানীয়ভাবে নিতে হয়। এ ধরনের পণ্য ও সেবার মূল্য মোট রপ্তানি মূল্যের অন্তত ১০ শতাংশ।

এনবিআরের ব্যাখ্যা

বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম সমকালকে বলেন, ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যদি কোনো নন-বন্ডেড সরবরাহকারী বা ভ্যাট নিবন্ধিত কোনো বন্ডধারী রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত স্থানীয় পণ্য ও সেবা সরবরাহ করে, তাহলে এই লেনদেনকে একটি প্রচ্ছন্ন রপ্তানি হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হবে। সে ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের এই পণ্য বা পরিষেবার ওপর ভ্যাট দিতে হবে না। তবে ছোটখাটো এসব পণ্য ও সেবা স্থানীয় এলসি এবং বিদেশি মুদ্রায় কেনার শর্তের কারণে কিছু জটিলতা থাকবে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা।

The Financial Express

12 OCT 2025

Preparing for Bangladesh's trade competitiveness

Govt moves to waive VAT on exporters' local procurement

JASIM UDDIN

Enabling businesses for competitive trading on global market after LDC graduation main motto

A government move gets going to waive value-added tax (VAT) on local procurements by exporters to enhance the global competitiveness of Bangladesh's export sector, particularly in preparation for the privilege rescinded post-LDC era.

In a recent directive, the National Board of Revenue (NBR) clarified that local sourcing of raw materials and services by exporters under a "Deemed-Export" provision will be eligible for VAT exemption, subject to specific documentation and regulatory conditions.

This move follows repeated appeals from industry associations and exporters who argue that VAT on locally sourced inputs puts them at cost disadvantage compared to bonded-warehouse users, who enjoy duty-free import privileges.

According to the recent NBR clarification, the exemption will apply when goods and services are locally supplied for export purposes. Exporters will need to meet certain compliance requirements, such as conducting transactions in foreign currency and ensuring the supplies are properly documented in the Utilization Declaration (UD) or Utilization Permission (UP).

Furthermore, the exporter must operate under a bonded- or special-bonded warehouse approved by customs or another authorized body.

A senior official at the revenue board, speaking on condition of anonymity, has said, "The clarification is intended to eliminate the issue of double taxation on export-bound products that rely on local inputs."

Also, the special fiscal measure is meant for encouraging the growth of backward-linkage industries and reducing reliance on imports.

The official further notes that the clarification became necessary due to widespread confusion and allegations surrounding VAT practices among exporters.

Industry-insiders welcome the decision, saying that it could help reduce costs, particularly for non-traditional exporters and light-engineering firms that source raw materials domestically but sell in export markets either directly or through deemed-export arrangements.

With Bangladesh set to graduate from the least-developed country (LDC) category in 2026, policymakers view such support as a must-have for sustaining export growth amid rising global competition and the gradual erosion of trade preferences.

The move is part of the government's broader strategy to diversify exports, support small and medium enterprises, and promote local value addition within the export-supply chain.

According to the latest circular from the NBR, if a non-bonded supplier or a VAT-registered individual supplies goods or services to an exporter holding a bonded-warehouse licence, the transaction will be classified as deemed export.

Under specific conditions, exporters will not be liable to pay VAT on these goods or services, says Mohiuddin Rubel, former Director of BGMEA.

Speaking to The Financial Express, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) President Mohammad Hatem said the organisation had formally requested clarification from the NBR as many exporters-especially smaller firms-are increasingly relying on local raw materials.

He argues that the requirement of obtaining a bonded-warehouse licence is "both costly and outdated'.

The trade leader points out that the bonded-warehouse rules were developed nearly four decades ago when most raw materials were imported.

"Today, due to the development of a strong domestic backward -linkage industry, many knitwear manufacturers can source all necessary raw materials locally."

In this context, he says, the bonded-warehouse condition is no longer relevant for such exporters.

Hatem also notes that the use of inland back-to-back letters of credit increases costs for both buyers and suppliers.

As an alternative, he suggests that exporters should simply be required to submit proof of export-earning repatriation to qualify for the VAT waiver.

Leaders in the apparel industry have emphasized that the government's intent is to reduce business costs for exporters and ensure their competitiveness on the free-for-all global market.

newsmanjasi@gmail.com

The Financial Express

12 OCT 2025

Raw jute shortage deepens despite limited exports

YASIR WARDAD

Even with the government's recent restrictions on export of raw jute, the commodity has almost disappeared from local markets, leaving mills struggling to find supplies.

After prices surged sharply in August and September, the government imposed limits on raw jute exports following the main trading season.

Farmers had previously received fair prices -- Tk 3,400-3,700 per maund from August to mid-September -- but rates have now soared to Tk 4,300-4,500 per maund, according to the Directorate of Jute (DoJ).

This sudden price spike and market shortage is alarming for jute mills, which are ready to start production. Many factory owners describe the situation as the worst in years, with raw materials drying up despite it being the peak jute season.

Industry leaders blame hoarders for market crisis

The Bangladesh Jute Spinners Association (BJSA) held an emergency meeting last week along with the Bangladesh Jute Mills Association (BJMA) to discuss ways to tackle the raw jute crisis, unstable prices, and limited supply.

BJSA Chairman Tapas Pramanik told The Financial Express that there is unhealthy competition to hoard jute. "Genuine mill owners cannot buy enough jute to meet their production needs. This instability has thrown the jute industry into deep trouble."

Former BJSA chairman Md Zahid Mian said if the current trend continues, prices could surpass the 2021 record of Tk 6,200 per maund, when the country lost 30 per cent of the market.

"During that period, polypropylene yarn gained popularity as buyers shifted away from expensive jute products. The [...] of regenerated cotton yarn in ca[...]s has also increased, as cotton rugs [...] easier to fold," he added.

Another miller claimed that m[an]y people, including multiple family [me]mbers, were obtaining new licenses ju[st] to hoard jute. "This must stop," [he] said.

"Under Section 17 of the Jute A[ct,] no one can store more than 1,000 ma[un]ds for a month. But millions of maund[s h]ave been hoarded over the past tw[o] months. The law is not being enforced."

BJMA Chairman Abul Hossain [sa]id, "The improvement and corruption control. The government should form a modern data centre and a dedicated jute commission, similar to those in neighbouring countries."

He also urged the government to set a fixed minimum price for raw jute, as is done for other crops, and ensure prices match production costs.

"Otherwise, it will be difficult to survive in export markets," he warned.

"If mills remain without jute, millions of workers will lose jobs, production will halt, and Bangladesh will lose foreign [...] Tapas Pramanik.

Both BJSA and BJMA have demanded a complete ban on raw jute exports until the domestic market stabilises.

Meanwhile, data from the Export Promotion Bureau (EPB) show that jute and jute goods exports have been declining since FY21.

Export earnings from the sector were \$1.16 billion in FY21, \$1.13 billion in FY22, \$911.51 million in FY23, \$855.23 million in FY24, and \$820.16 million in FY25.

tonmoy.wardad@gmail.com

The Business Standard

12 OCT 2025

Trump threatens China with export controls on Boeing parts

TRADE WAR – WORLD

REUTERS

The United States could impose export controls on Boeing plane parts as part of Washington's response to Chinese export limits on rare earth minerals, President Donald Trump said on Friday.

Trump has frequently used Boeing in his aggressive efforts to reshape global trade since taking office in January. During clashes with Trump over trade, Beijing in April ordered Chinese airlines to temporarily stop taking deliveries of new Boeing jets. The planemaker has also landed several large sales from foreign carriers following visits by Trump.

"We have many things, including a big thing is airplane. They (China) have a lot of Boeing planes, and they need parts, and lots of things like that," Trump told reporters at the White House, when asked what items could the US impose export controls on.

- Once big, Chinese orders are now a small part of Boeing's backlog
- Financial effect of a ban would likely be relatively small for Boeing
- Boeing, China had reportedly been in talks for 500-jet deal

The planemaker is in talks to sell as many as 500 jets to China, Bloomberg reported in August. It would be the US planemaker's first major Chinese order since Trump's first term in office.

Even if that falls through, the financial hit to Boeing will likely be small, said Scott Hamilton, an aerospace analyst with Leeham Co. "It's sandpaper on Boeing's hide."

Historically, China made up as much as 25% of Boeing's order book, but today it is less than 5%.

Chinese airlines have orders for at least 222 Boeing jets, according to Cirium, an aviation analytics company. The country has 1,855 Boeing airplanes in service. The vast majority of planes on order and in service are Boeing's popular 737 single-aisle jet.

A ban on spare parts or exports would also hit CFM International, the joint venture between GE Aerospace and France's Safran, which makes the LEAP engine used on the Boeing 737 MAX. GE also makes engines for the 777 and 787, two larger jets that China has ordered.

Boeing's European rival Airbus has only 185 orders from Chinese customers, according to Cirium. Airbus has a production facility in Tianjin, which turns out about four of its single-aisle A320 jets a month.

China is trying to jumpstart its own commercial jetliner industry, largely with the COMAC C919, a competitor to the A320 and 737. Chinese customers have ordered 365 of the domestically-built jet, according to Cirium.

US export controls on Western-supplied parts for the C919 have significantly slowed production of that aircraft. As of September, COMAC had delivered only five of the 32 jets Chinese customers expect this year.